ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ঈদের জন্য সালমান খানের নতুন সিনেমা ঘোষণা — পৃঃ ৫

বুমরাহকে সরিয়ে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে অশ্বিন — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৭৬ ● কলকাতা ● ০৪ চৈত্র, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১৮ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে,

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বাড়িতে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তড়িঘড়ি তাকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএমে। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর কপালে তিনটি সেলাই পড়েছে। নাকে একটি সেলাই পড়েছে। চিকিতসকেরা হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দিলেও সেদিন রাতেই জেদাজেদী করে বাড়ি ফিরে যান মমতা।গত বৃহস্পতিবার বাড়ির চত্বরে হাঁটার সময় পড়ে গিয়ে কপালে চোট পান মমতা। তৃণমূলের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডল থেকে প্রথমে মমতার কপাল ফেটে যাওয়ার ছবি প্রকাশ করা হয়। তড়িঘড়ি এসএসকেএম এ নিয়ে গেলে প্রাথমিকভাবে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, নিউরোসার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং কার্ডিওলজিস্টরা তাকে দেখেন।

এরপর থেকে বাড়িতেই চলছে তার চিকিতসা।

দুদিন পর এখন কেমন আছেন মমতা? জানা গিয়েছে বর্তমানে অনেকটা সুস্থ রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বস্তির বিষয় হল আগের তুলনায় ব্যথাও অনেকটা কমেছে। তবে অ্যান্টিবায়োটিক চলছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর কপালের সেলাই কাটা হবে বলে সূত্রের খবর।

মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যথাও খানিকটা কম আছে। তৃণমূল সুপ্রিমোর স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দেয়াপাধয়ায় জানিয়েছেন, "ব্যথা আছে। আপাতত উনি বাড়িতেই থাকবেন। ক'দিন পর থেকে আবার বেরোতে পারবেন। এমনিতে রিপোর্টগুলো ঠিক আছে।"

ভোট ঘোষণা হতেই দেশজুড়ে

জারি হল নির্বাচনী আচরণবিধি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর পরই বলবত হয়ে গিয়েছে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচারের ক্ষেত্রে এই নির্বাচনী বিধি বা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে চলতে হবে। শনিবার বিকাল থেকেই গোটা দেশজুড়ে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বা নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়ে গেছে।মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট অথবা আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়ে যায়। শনিবার দুপুর ৩টে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই লাগু হয়েছে লোকসভা ভোটের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। যতদিন না নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, অর্থাত নির্বাচনের ফল প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই বিধি বলবত থাকবে। গোটা দেশজুড়েই কার্যকর থাকবে এই বিধি।দেশের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্যই এই বিধি কার্যকর করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিধি মেনে চলতে হয়। কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে নির্বাচন কমিশন।

এরপর ৩ পাতায়

ভোট ঘোষণা হতেই শুভেন্দু-সুকান্তকে তলব দিল্লিতে,

চার আসন নিয়ে জল্পনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থিতালিকা ঘোষণার আগে শীর্ষ নেতৃত্বের জরুরি তলব শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারকে। রবিবার রাতেই কলকাতা থেকে দিল্লি চলে যাচ্ছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত অবশ্য সোমবার যাবেন বলে খবর। বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোমবার বাংলার বিজেপির শীর্ষনেতারা দিল্লি পৌঁছলে দফায় দফায় বৈঠক করতে পারেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা এবং অন্যান্য শীর্ষনেতা।রাজ্য বিজেপির একটি সূত্রে খবর, চারটি আসন নিয়ে তাদের 'চিন্তা'। কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, আসানসোল এবং ডায়মন্ড হারবার। তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরূদ্ধে বিজেপির কয়েক জন 'চেনা মুখ'কে প্রার্থী করার প্রস্তাব দিলেও তাঁরা রাজি হননি। ওই কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে মোট চারটি নাম নিয়ে এখন আলোচনা চলছে।

'২১ সালের বিধানসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন সাতগাছিয়ার ততকালীন বিধায়ক সোনালি গুহ। কিন্তু বিজেপিও তাঁকে প্রার্থী করেনি। পরবর্তী কালে পদ্মশিবিরের সঙ্গে তার দূরত্ব রচনা হলেও সম্প্রতি আবার তিনি বিজেপিতে 'সক্রিয়' হয়েছেন। তাঁকে কি বিজেপি

এরপর ৩ পাতায়

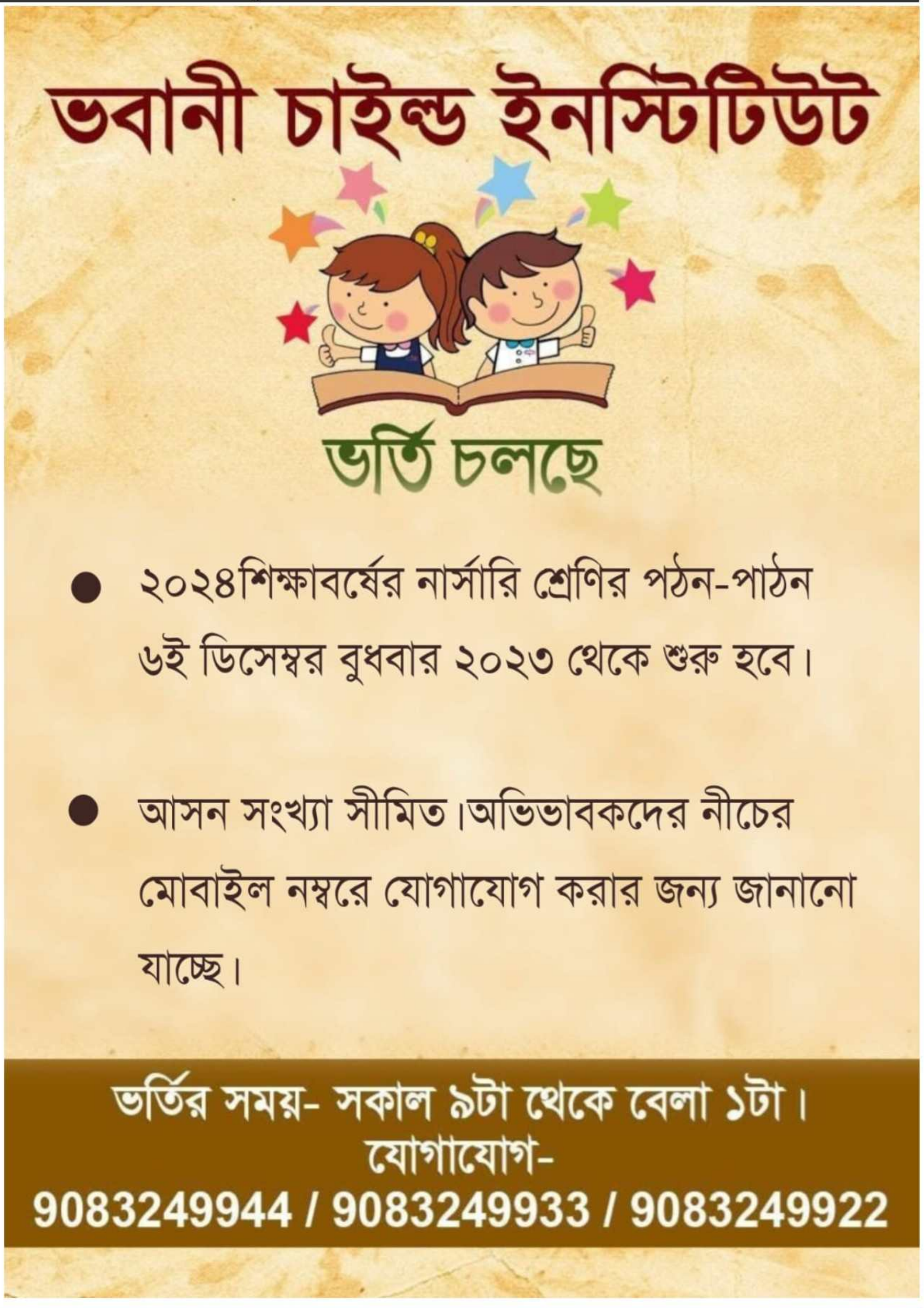

রবি সকালেই ছুটি বাতিলের নোটিস

পেয়ে গেলেন রাজ্য পুলিশের কর্মীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনি দুপুরে ঘোষিত হয়ে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। আর তার পরে পরেই, এদিন অর্থাত রবিবার সকাল থেকেই বাতিল হয়ে গেল রাজ্যের সবস্তরের পুলিশ কর্মী থেকে আধিকারিকদের যাবতীয় ছুটি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও জারি করে দিয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর।গতকাল লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করার সময়েই জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তপূর্ণ করতে কমিশন বদ্ধপরিকর। সাংবাদিক বৈঠকেই স্পষ্টভাবে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে করাতে অনেক বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এছাড়াও থাকবেন একাধিক পর্যবেক্ষক, যাঁরা ভোটের দিনগুলিতে ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করবেন। দেশজুড়ে হতে চলা লোকসভা নির্বাচনে কোথাও হিংসা বা রক্তক্ষয় বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজীব কুমার। আর সেই সূত্রেই দেশের অনান্য রাজ্যের মতো বাংলাতেও পুলিশ কর্মী থেকে আধিকারিকদের ছুটি বাতিল হয়েছে। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, এক জায়গায় ৩ বছর ধরে কোনও পুলিশ অফিসার কাজ করছেন এমন ব্যক্তিদের ট্রান্সফার করার নিয়ম সব রাজ্য প্রশাসনকেই মেনে চলতে হবে।তাতে বলা হয়েছে, এডিজি ,আই জি পি , ডি আই জি, সিপি, এসপি ও সিও-দের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ভীষণ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ভোট প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও পুলিশ কর্মীর ছুটি যেন মঞ্জুর করা না হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতেই এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ভোট পরিচালনার দায়িত্বে কোনও পুলিশ কর্মী বা আধিকারিক জড়িত না থাকলেও, নির্বাচনের আবহে রাজ্যে যাতে নিরাপত্তাহীনতার মতো পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়ে সেটা পুলিশকেই দেখতে হবে।

অরুণাচল ও সিকিমের ভোট গণনা

৪ জুন নয়, তবে কবে?

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : লোকসভা কিংবা বিধানসভার ভোট যে নির্বাচন কমিশনের কাছে খেলা ছাড়া আর কিছু নয়, ফের এক বার প্রমাণিত। সিকিম ও অরুণাচল চলতি বিধানসভার মেয়াদ কবে শেষ হচ্ছে সেই তথ্যই ছিল না প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের কাছে। শনিবার সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের বিধানসভার ভোট নির্ঘন্ট ঘোষণা করতে জানিয়েছিলেন ৪ জুন লোকসভার সঙ্গেই দুই রাজ্য বিধানসভার ভোট গণনা হবে।শেষ পর্যন্ত এদিন নিজেদের ভুল সংশোধন করে দুই রাজ্যের বিধানসভার ভোট গণনার দিন পরিবর্তন করেছেন নির্বাচন কমিশনের কর্তারা। কমিশনের সচিব সঞ্জীব কুমার প্রসাদের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুই রাজ্যে ভোট গণনা ৪ জুনের পরিবর্তে ২ জুন হবে। তবে দুই রাজ্যের লোকসভার ভোট গণনা হবে ৪ জুনই। উল্লেখ্য, আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফাতেই সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে বিধানসভার সঙ্গে লোকসভার নির্বাচন হবে।অথচ দুই রাজ্যে ওই দিন ভোট গণনা হলে সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হতো। শেষ মুহুর্তে ওই চরম ভুল বুঝতে পেরে রবিবার দুপুর ওই দুই রাজ্যের ভোট গণনা দুই দিন এগিয়ে এনেছেন কমিশন কর্তারা। ৪ জুনের পরিবর্তে আগামী ২ জুন দুই রাজ্যে বিধানসভার ভোট গণনা হবে ২ জুন। আর কমিশনের এমন চরম ভুলের কথা জানাজানি হতেই অনেকে কটাক্ষের সুরে বলেছেন, 'অযোগ্যদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসালে এমনই ঘটবে।'

অরুণাচল ও সিকিমের চলতি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ২ জুন। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী, ওই দিনের মধ্যেই নয়া বিধানসভার সদস্যদের নামে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। কিন্তু শনিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন দুই রাজ্যে ৪ জুন লোকসভার সঙ্গে ভোট গণনা হবে। ওই ঘোষণা শুনেই দুই রাজ্যের বিধানসভা সচিবালয়ের আধিকারিকরা বিস্মিত হন। দিল্লিতে নির্বাচন সদনের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীর সঙ্গে

শ্রমিক নেতাদের বৈঠক

জগদীশ যাদব : নিউজ সারাদিন : পূর্ব মেদিনীপুর। দীর্ঘদিনের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাঁথি সাংগঠনিক জেলার বিজেএমসি সভাপতি সৈকত জানার নেতৃত্বে আজ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিজেএমসি সর্বভারতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু বলেন যে সাংসদ, বিজেএমসির সাথে নির্বাচনের পরে পাট ও মৎস্য শ্রমিকদের আন্দোলন জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেন। উপস্থিত ছিলেন খেজুরি বিধানসভার আহ্বায়ক সুমন দাস, কামারদহ এলাকার জেলা প্রশাসক নিমাই কুমার দাস, খেজুরি এসসি ২ বিভাগের সহ-সভাপতি তপন কুমার মণ্ডল, কাঁথি নগর কাউন্সিলর সুশীল দাস এবং কামারদহ এলাকা পঞ্চায়েত সদস্য বিরাজকুমার বেরা।

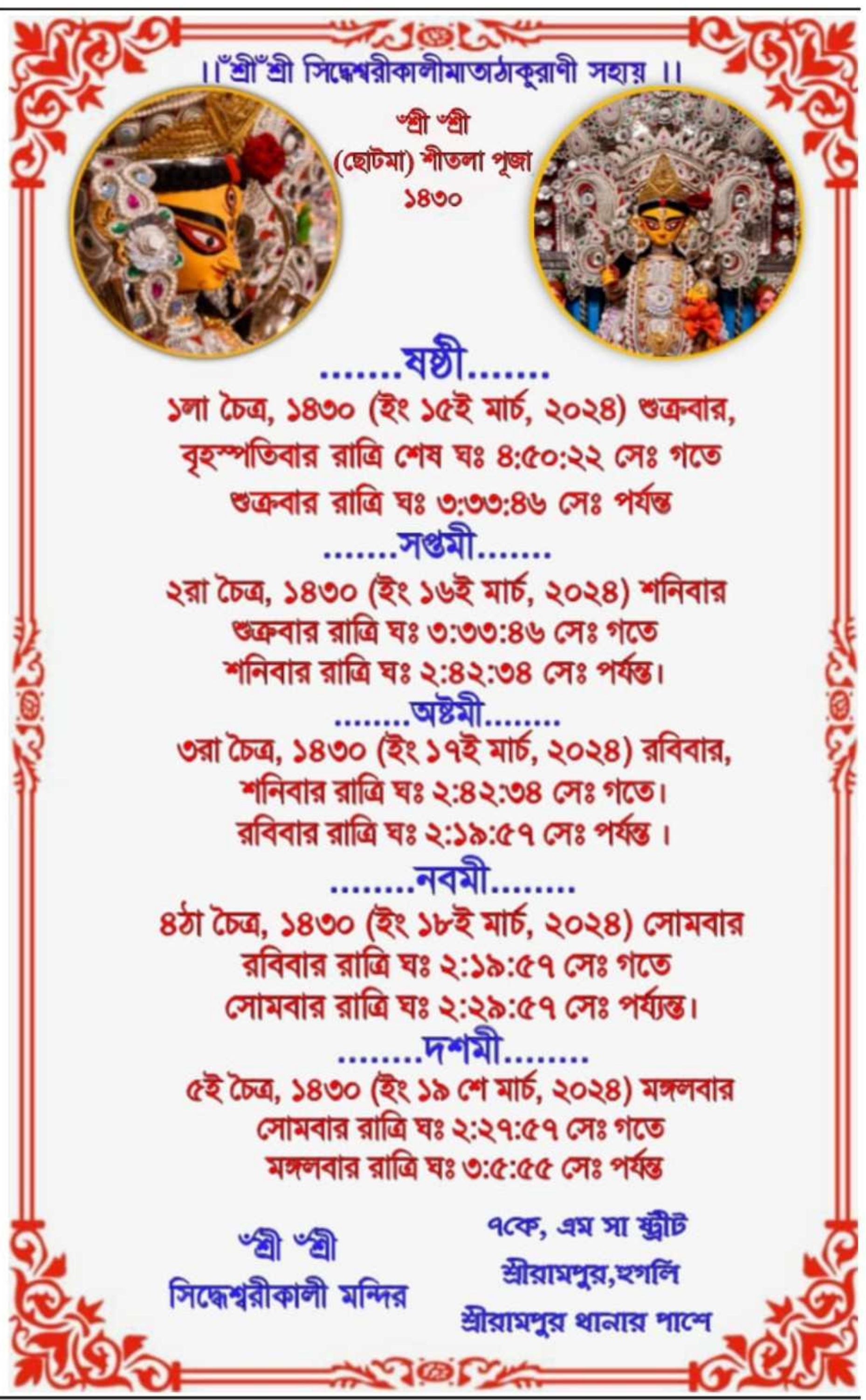

হেডলাইন নয়, ডেডলাইনের লক্ষ্যে কাজ করি আমি: মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভাগ্য বা প্রচারে নয়, কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী তিনি। দেশের জনগণের কাছে নিজের সাফল্যের মন্ত্র বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'হেডলাইনের জন্য নয়, ডেডলাইনের উপর কাজ করার মানুষ আমি।'আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এটা নির্বাচনের সময়, তাই আমাদের বিরোধী বন্ধুরা কাগজে অলীক স্বপ্ন বুনতে ব্যস্ত। কিন্তু মোদী স্বপ্নের উর্ধ্বে গিয়ে ভাবে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আগামী পাঁচ বছরে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। অনিশ্চয়তার দুনিয়ায় আগামী পাঁচ বছরে সুস্থির, শক্তিশালী ভারত তৈরি হবে।"শনিবার ইন্ডিয়া টুডে-র আয়োজিত কনক্লেভে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সেখানেই তিনি নিজের লক্ষ্য ও সেই কাজের উতসাহ নিয়ে কথা বলেন। আগামী দশকের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে চান তিনি বলে জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি হেডলাইনের উপরে নয়, ডেডলাইনের উপরে কাজ করার মানুষ।"

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, আগামী ২০২৯ সালের জন্য নয়, ২০৪৭ সালের লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে তিনি। মোদী বলেন, "খুঁজে দেখুন মোদী কী। আপনারা ২০২৯-এ আটকে রয়েছেন। আমি তো ২০৪৭ সালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আজ গোটা বিশ্ব অনিশ্চয়তার ঘূর্ণিতে আটকা পড়েছে, তবে এর মধ্যে একটি জিনিস নিশ্চিত, তা হল ভারত আরও দ্রুতগতিতে উন্নত হবে।"

শাহজাহানকে বাঁচাতে নিরপরাধ

মানুষদের গ্রেফতার করেছিল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে ইডি পেটানোর ঘটনার তদন্তভার এখন সিবিআইয়ের হাতে। আদালতের নির্দেশে এখন তদন্ত করছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দারা। এবার তাঁদের হাতে উঠে এল বড় খবর! যে কারণে ফের একবার প্রশ্নের সম্মুখীন রাজ্য পুলিশ। সন্দেশখালি কাণ্ডে নিরপরাধ মানুষদের গ্রেফতার করেছিল পুলিশ?গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

শাহজাহানকে বাঁচাতে নিরপরাধ মানুষদের গ্রেফতার করেছিল পুলিশ

অভিযুক্তদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। আজ রামপুর নিবাসী আরও একজন অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে তদন্তকারীরা কথা বলেছেন। রাজ্য পুলিশের হাতে ধৃত ব্যক্তিদের দাবি যদি সত্যি হয় তাহলে সিবিআইয়ের অনুমান আসল দোষীদের আড়াল করার জন্য এমনটা করা হয়েছিল। ন্যাজাট থানার আধিকারিক এবং রাজ্য পুলিশকে প্রভাবিত করেছিলেন শাহজাহান এবং তাঁর শাগরেদরা, মনে করা হচ্ছে এমনটাই। সূত্রের খবর, সিবিআই তদন্তে উঠে এসেছে এমনই তথ্য।

গত বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের হাতে ধৃত ৭জন ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য বসিরহাটা আদালতে আবেদন জানায় সিবিআই (ঈইও)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি তাঁদের মোবাইল ফোনের লোকেশন খতিয়ে দেখা হয়। সেই সঙ্গেই পারিপার্শ্বিক নানান তথ্যও খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তখনই নাকি বোঝা যায়, ইডি পেটানোর ঘটনায় পুলিশের হাতে ধৃতদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।

অভিযুক্তদের গলাতেও শোনা যায় একই সুর। ধৃতদের দাবি, ইডির ওপর হামলার ঘটনার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত নন। শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এক পঞ্চায়েত প্রধানের কথায় তাঁরা থানায় গিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়া মাত্রই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। এই বয়ান কতটা ঠিক তা যাচাইয়ের জন্য শনিবার দুই ধৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সিবিআই।

আসল দোষীদের বাঁচাতে নিরপরাধ মানুষদের গ্রেফতারও করা হয়। রাজ্য পুলিশের হাতে ধৃতদের বয়ানের কারণে ফের একবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এবার ধৃতদের বয়ানকে হাতিয়ার করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তুলতে পারে সিবিআই, মিলেছে এমনই খবর।

বারাকপুরে 'ভাগ অর্জুন ভাগ' পোস্টার

বারাকপুর: নিউজ সারাদিন : বিজেপিতে থাকাকালীনই বারাকপুরের 'বাহুবলী' সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের চাপা ক্ষোভ ছিল। শুক্রবার দিল্লির সদর কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফের বিজেপিতে যোগদানের পর, লোকসভা ভোটের নতুন করে শিল্পাঞ্চলের গেরুয়া শিবিরের ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটল।তৃণমূল নেতৃত্ব আবার ফালগুণী পাত্রের এই মন্তব্যকে গোষ্ঠীকোন্দলের ইঙ্গিত বলেই কটাক্ষ করেছে। সবমিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনে শিল্পাঞ্চলের গেরুয়া শিবির কতটা সক্রিয় হয় তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। বিজেপির অন্দরের এই অসন্তোষ প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী তথা নৈহাটির বিধায়ক মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেছেন, "অন্য রাজনৈতিক দলের সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে আমি বিশ্বাস করি, যারা দীর্ঘসময় ধরে একটা পার্টি করে, সেই লোকগুলোকেই দলের সম্মান জানানো উচিত। তাঁদেরই দায়িত্ব দেওয়া উচিত।"বুধবারের পর ফের শনিবারও বারাকপুর স্টেশনে অর্জুনের বিরোধিতায় পোস্টার পড়তে দেখা গেল। পোস্টারে লেখা হয়েছে‌ভাগ অর্জুন ভাগ্‌। কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা উল্লেখ করা না হলেও অর্জুন সিং এই ঘটনায় তৃণমূল প্রার্থী মন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। যদিও রাজ্যের শাসক দলের তরফে এটকে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল বলেই দাবি করা হয়েছে।বিজেপি গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ অস্বীকার করলেও সূত্রে জানা গিয়েছে, বারাকপুর লোকসভার অন্তর্গত বিজেপির ২৩টি মণ্ডল রয়েছে। প্রায় সবকটি মণ্ডলের নেতৃত্বই বুধবার রাত থেকে জেলা, রাজ্য নেতৃত্বদের কাছে অর্জুন বিরোধিতার কথা জানাতে শুরু করেছিল। বিক্ষুব্ধদের বক্তব্য, তৃণমূল অর্জুন সিংকে প্রার্থী না করায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে তিনি দল ছাড়েন। এর থেকেই পরিষ্কার, তিনি বিজেপিতে টিকিট পাওয়ার জন্যই যোগ দিয়েছেন। দলকে ভালবেসে নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই উনি ফের দল পরিবর্তন করছেন। অনেকেই বলছেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে উল্লেখযোগ্য যোগদান পর্ব রাজ্যে বিজেপি কার্যালয়েই হতো। কিন্তু অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বিরোধিতা থাকার কারণেই তাঁকে যোগদানের জন্য দিল্লি উড়ে যেতে হল।২০১৯ সালের লোকসভায় নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হওয়ার পর থেকেই অর্জুন ঘনিষ্ঠরা সেটাকে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বলে বহুবার দাবি করেছিল। সেই কারণেই ফের তাঁকে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়েছে বলে দাবি ঘনিষ্ঠদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন একজন জানান, বারাকপুর এলাকায় বিজেপির মুখ বলে কেউ নেই। অর্জুন সিং না থাকলে ২০১৯ সালেও বিজেপি বারাকপুর আসনটি জিততে পারত না। তাই ফের তাঁকে বিজেপিতে নেওয়া হল। সম্ভবত প্রার্থীও করা হবে। যদিও বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফালগুণী পাত্র জানিয়েছেন, "ব্যক্তি ক্যারিশ্মায় নয়, মানুষ ভোট দেবে মোদিজীর উন্নয়ন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য। ২০১৯ সালে এই কারণেই বারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জয়ী হয়েছিল। ২০২৪ সালেও এই কারণেই জিতবে।"

গড়ফায় ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ঝরল রক্ত, আক্রান্ত পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোবাইল নিয়ে অশান্তির মাঝে গাড়ির চাবি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গড়ফায় ব্যাপক অশান্তি। ঝরল রক্ত। জখম পুলিশকর্মী। তাঁদের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজন মহিলাও রয়েছে।ঝগড়াঝাটির মাঝে একপক্ষ অপর পক্ষের কয়েকজনের গাড়ির চাবি কেড়ে নেয় বলেই অভিযোগ। তাতে অশান্তি চরমে পৌঁছয়। খবর পেয়ে গড়ফা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। অশান্তি থামানোর চেষ্টা করে। তাতেই গুরুতর জখম হন দুই পুলিশকর্মী। তাঁদের মধ্যে একজন এস আই এবং পুলিশ সার্জেন্টও রয়েছেন।রবিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ গড়ফার পালবাজার এলাকায় বেশ কয়েকজন মোবাইল নিয়ে অশান্তিতে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমানে দুই পুলিশকর্মীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এলাকার পরিস্থিতিও আপাতত নিয়ন্ত্রণে। তবে এই অশান্তির পর থেকে এখনও থমথমে গোটা এলাকা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন মহিলা। তাদের জেরা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে অশান্তির কারণ সামনে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই

পরিষেবা সূচনা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংঘে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন জগন্নাথ উপস্থিত থাকবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই পরিষেবা সূচনা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংঘে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন জগন্নাথ উপস্থিত থাকবেন। ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই পরিষেবা এবং মরিশাসে রূপে কার্ড পরিষেবার সূচনা হবে।

ভারত ফিনটেক উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল জনপরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। ভারতের বিশেষ ঐতিহ্য এবং মানুষে মানুষে সংযোগ বৃদ্ধি শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এই ইউপিআই পরিষেবার সূচনা হল দেশগুলির সঙ্গে ডিজিটাল লেনদেন সহজ হবে, উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

এই পরিষেবা সূচনার ফলে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে সফরকারী ভারতীয় নাগরিকরা ইউপিআই ব্যবহার করতে পারবেন, পাশাপাশি সে দেশের নাগরিকরাও ভারতে এলে এই পরিষেবার সুবিধা লাভ করবেন। মরিশাসে রূপে কার্ড পরিষেবা চালুর ফলে ভারত ও মরিশাস উভয় দেশই উপকৃত হবে।

১-ম পাতার পর

ভোট ঘোষণা হতেই শুভেন্দু-সুকান্তকে তলব দিল্লিতে, চার আসন নিয়ে জল্পনা

প্রার্থী করবে? তবে 'আদি' বিজেপির নেতারা দলের এক জন পুরনো মুখের নামই প্রস্তাব করেছেন।

এ জন্য বাংলা থেকে আরও দুই নেতাকে দিল্লি তলব করেছে বিজেপি। সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সতীশ ধোঁদ। তাঁরা রবিবারই রাজধানী রওনা হচ্ছেন। সোমবার থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। ওই বৈঠকের পর দেশের বাকি আসনগুলিতেও প্রার্থিতালিকা চূড়ান্ত করে ফেলবে বিজেপি। মঙ্গলবারই ঘোষণা হতে পারে সেই পূর্ণ তালিকা। আর তার আগে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপির অন্দরে। শনিবার লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সাত দফার মধ্যে প্রথম দুই দফায় বাংলার যে ছয় আসনে ভোট রয়েছে, তার মধ্যে তিনটি আসনে এখনও বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা হয়নি। অন্য দিকে, তৃণমূল জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং রায়গঞ্জে। তবে বিজেপি কেন তাদের গত বার জেতা ওই তিন আসনে এখনও তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেনি, তার কারণ জানা যায়নি। দার্জিলিং আসনটি নিয়ে রাজু বিস্তা ও প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলার মধ্যে নীরব টানাপড়েনের প্রসঙ্গ তুলেছেন অনেকে। বিদায়ী সাংসদ রাজু এ বারও দার্জিলিং থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না, তা নিয়ে রাজ্য বিজেপির অন্দরে প্রশ্ন রয়েছে। অন্য দিকে, ২০১৯ সালের লোকসভায় জেতা রায়গঞ্জও বিজেপির চোখে 'কঠিন' আসন। বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী এ বার তৃণমূলের টিকিটে লোকসভায় লড়ছেন। তাতে বিজেপি কিছুটা চাপেই রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী ওই আসন থেকেই আবার প্রার্থী হবেন কি না, এ নিয়ে জল্পনা চলছে। জলপাইগুড়ি আসনও তাই। গত বার জয়ী হওয়া জয়ন্ত রায়কে স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কর্মীরা প্রার্থী হিসাবে চান। কিন্তু সেখানে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কোনও বদল আনতে চাইছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেমন, আলিপুরদুয়ার আসনে জন বার্লাকে এ বার টিকিট না দিয়ে বিজেপি প্রার্থী করেছে মনোজ টিগ্গাকে। এখন বার্লা অন্য কোন আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বা আদৌ তাঁকে প্রার্থী করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যাতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বার্লা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার সঙ্গে দেখা করেছেন।দক্ষিণবঙ্গেও 'জটিলতা' রয়েছে। মেদিনীপুর আসনের জন্য দিলীপ ঘোষের নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে ওই আসন থেকে আবার প্রার্থী করা হবে কি না, তাই নিয়ে নব্য এবং আদি বিজেপির মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত। দিলীপ নিজে টিকিট পাওয়ার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর থেকে জুনকে ২ লক্ষ ভোটে হারানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। দিলীপের ঘনিষ্ঠ সূত্রেও জানা যাচ্ছে, তিনি ওই আসন থেকেই লড়তে চান। যদিও বিজেপিরই আর একটি সূত্র বলছে, মেদিনীপুর আসনের জন্য ভারতী ঘোষকে নিয়েও আলোচনা চলছে। অনেকে আবার বলছেন, বর্ধমান-দুর্গাপুর আসন থেকে লড়তে পারেন ভারতী। সে ক্ষেত্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেন্দ্র অহলুওয়ালিয়া কোথায় টিকিট পাবেন, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। আসানসোল আসনে প্রার্থী ঘোষণার পরেও ভোজপুরি শিল্পী পবন সিংহ প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় গত লোকসভা ভোটে বিজেপির জেতা আসনে কাকে প্রার্থী করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।উত্তর কলকাতা থেকে মোটামুটি নিশ্চিত যে সদ্য তৃণমূলত্যাগী তাপস রায়ই বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন। দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী এখনও ঠিক হয়নি। নদিয়ার কৃষ্ণনগর আসনটি তাদের 'সহজ আসন' বলে মনে করে বিজেপি। কিন্তু সেখানেও এখনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি তারা। একই রকম ভাবে শ্রীরামপুর আসনে প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে বিজেপিতে আলোচনা চলছে।

১-ম পাতার পর

ভোট ঘোষণা হতেই দেশজুড়ে জারি হল নির্বাচনী আচরণবিধি

১৯৬০ সালে কেরল বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হয়েছিল। ১৯৬২ সালে প্রথম নির্বাচন কমিশন লোকসভা নির্বাচনের আগে এই আদর্শ নির্বাচনী বিধি ঘোষণা করে। অর্থাত নির্বাচন কমিশন ভোটের আগে একাধিক নিয়ম বেঁধে দেয় যা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হয় রাজনৈতিক দলগুলিকে। সেই নিয়ম না মানলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

নিয়ম লাগু হচ্ছে কাদের উপর?

লোকসভা ভোটপর্বে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, রাজনৈতিক নেতা থেকে শাসকদল ও সরকারকে নির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

আদর্শ নির্বাচন বিধি সাধারণ মানুষের উপরেও লাগু করা হতে পারে। কোনও ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক দলের হয় প্রচার করেন তবে তাঁকেও এই বিধি মেনে চলতে হবে।

নির্বাচনী আচরণ বিধিতে কী কী নিয়ম মানতেই হবে?

১) নির্বাচনের দিন ঘোষণা হলে প্রার্থীরা কোনও আর্থিক অনুদান দিতে পারবেন না।

২) সরকার কোনও প্রকল্প ঘোষণা করতে পারবে না, কোথাও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা শিলান্যাস করা যাবে না।

৩) পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনও সরকারি প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না জনপ্রতিনিধিরা।

৪) কোনও প্রকল্পের জন্য বাজেট বরাদ্দও করতে পারবে না সরকার।

৫) অ্যাম্বুল্যান্স, জলের-ট্যাঙ্ক সহ অন্যান্য সমস্ত সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী গাড়িগুলিতে সাংসদের নাম সরিয়ে ফেলতে হবে।

৬) সরকারি সংবাদমাধ্যম শাসকদলের হয়ে কোনও প্রচার করতে পারবে না। ভোটের প্রচারে ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দেওয়াও নিষিদ্ধ। কোনওরকম গুজব ছড়ালে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৭) ভোটের কাজে সরকারি বাংলো ব্যবহার করা যাবে না। মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার-সহ ধর্মীয় স্থানগুলিতে রাজনৈতিক কোনও কর্মসূচি পালন করা যাবে না।

৮) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় নিয়োগ বন্ধ রাখা হয় এই সময়ে।

৯) ভোটারদের কোনওরকম প্রলোভন দেখিয়ে প্রভাবিত করা যাবে না।

১০) যে এলাকায় যেদিন ভোট হবে তার ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে সেখানে কোনও দল প্রচার করতে পারবে না।

রেকর্ড ব্যবসা বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৭০ লক্ষেরও বেশি মহিলাদের, ২০ হাজার কোটিরও বেশি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের হাত ধরে এক রেকর্ড গড়ে দিলেন বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। সরকারি তথ্য বলছে চলতি অর্থবর্ষ অর্থাত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বাংলার ৭০ লক্ষেরও বেশি মহিলা তাঁদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ২০ হাজার কোটিরও বেশি ব্যবসা করে ফেলেছেন।

রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের আধিকারিকরা মনে করছেন, মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলার ৭০ লক্ষেরও বেশি মহিলা চলতি অর্থবর্ষে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করে ফেলেছেন। সেই তথ্য ইতিমধ্যেই সরকারি পোর্টালে উঠেও গিয়েছে। যেহেতু এখনও চলতি অর্থবর্ষ শেষ হতে দেড়-দুই সপ্তাহ বাকি আছে তাই মনে হচ্ছে আরও অন্তত ২ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা বাড়বে ব্যবসার পরিমাণ। সেক্ষেত্রে সব মিলিয়ে চলতি অর্থবর্ষে বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়াবে ২২ থেকে ২৩ হাজার কোটি টাকা। জেলাওয়াড়ি হিসেব, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২৩০০ কোটির বেশি টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা করেছেন মহিলারা। এই জেলায় এককে গোষ্ঠী পিছু গড়ে ৪ লক্ষ টাকা করে ঋণ নেওয়া হয়েছে। টাকার অঙ্কে এই জেলা শীর্ষে রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা ব্যবসা করেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। পশ্চিম মেদিনীপুর, নদীয়া, বীরভূম জেলাও খুব একটা পিছিয়ে নেই।চলতি অর্থবর্ষ শেষ হরে আরও দেড় দুই সপ্তাহ বাকি আছে। তাই রাজ্যের আধিকারিকদের ধারনা এই অল্প সময়ের মধ্যেও বিকিকিনির পরিমাণ আরও কিছুটা বাড়বে। অর্থবর্ষের শেষে যদি দেখা যায় ব্যবসার পরিমাণ ২৩ হাজার কোটি টাকার আশেপাশে থাকছে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সব থেকে উল্লেখ যোগ্য বিষয়, এই ২০ বা ২৩ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কিন্তু করেছেন ঋণ নিয়ে। আর সেই ঋণও তাঁরা শোধ করেছেন সময়মতো। দিয়েছেন সুদও। এর নেপথ্য কিন্তু কাজ করে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের যথাযথ পরিকল্পনা এবং মহিলাদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করে তোলার অদম্য ইচ্ছা।বস্তুত ২০১১ সালে পরিবর্তনের পরে পরে মমতা লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলেন বাংলার মহিলাদের, বিশেষ করে গ্রাম বাংলার

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৭৬ সংখ্যা ১৮ মার্চ, ২০২৪ সোমবার ০৪ চৈত্র, ১৪৩০

৩ পাতার পর

রেকর্ড ব্যবসা বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৭০ লক্ষেরও বেশি মহিলাদের, ২০ হাজার কোটিরও বেশি

মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড় করাবার। তাঁদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করে তোলায়। তাঁদের হাতে আর্থিক ক্ষমতায়ণের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষমতায়ণের রাজদন্ড তুলে দেওয়ার। সেই লক্ষ্যই তিনি এবং তাঁর সরকার গত ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরলক কাজ করে চলেছে। সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন গ্রাম বাংলার বুকে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়াতে, সেই সব গোষ্ঠী যাতে ব্যাঙ্ক থেকে যথাযথ ভাবে ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করে দিতে, গোষ্ঠীর উতপাদিত পণ্য যাতে বিক্রির নাজার পেয়ে যায় সেই ব্যবস্থা করতে এবং ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ যাতে সময় মতো সুদ সহ ফেরত দেওয়া হয়ে তা দেখতে। এই ৪টি ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বাংলার স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীগুলিকে এখন ঋণ দিতে পিছুপা হয়না কোনও সরকারি ব্যাঙ্ক। কেননা তাঁরা জেনে গিয়েছেন, বুঝে গিয়েছেন, টাকা নিশ্চিত ভাবে ফেরত আসবে সময়ের মধ্যেই সুদ সহ।আসলে মুখ্যমন্ত্রী বুঝেছিলেন গ্রাম বাংলার বুকে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে গ্রামের মহিলারাই সফল হবেন। গ্রামের মহিলারা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন এবং স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারেন তার জন্য রাজ্যের একাধিক দফতর নিরলস ভাবে কাজ করে গিয়েছে এই ১২ বছরে। কত সংখ্যক স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে, তা বছরের শুরুতে নির্ধারণ করে দিয়েছিল রাজ্য সরকারের অধীনস্থ।প্রতি বছর একটু একটু করে সেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। প্রতিটি গোষ্ঠীতে মহিলাদের যোগদানও বাড়ানো হয়েছে। আর তাতেই দেখা গিয়েছে লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছে প্রতি বছর। এই বছর তো রীতিমত রেকর্ডও তৈরি হয়ে গিয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের শুরুতেই ঠিক করা হয়েছিল বাংলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হবে। সেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের সঙ্গে একাধিক সরকারি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বৈঠকের পরে। সেই ঋণ পান বাংলার প্রায় ৮ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

সম্পাদকীয়

সন্দেশখালি-ভাঙড় এক দিনে ভোট কেন

রাজ্য জুড়ে এক দফায় ভোট চায় শাসক দল তৃণমূল। শনিবার কমিশন ভোট ঘোষণা করার পরে দেখা গেল, ভোট-হিংসা সংক্রান্ত অভিযোগগুলিকে মাথায় রেখেই সাত দফায় ভোট করার কথা ঘোষণা করা হল পশ্চিমবঙ্গে।

এর মধ্যেই বেআইনি টাকা উদ্ধার, তল্লাশি অভিযান ও অন্য সামগ্রী বাজেয়াপ্তের কাজ শুরু হয়েছে। সিইও বলেন, "১ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে ৬৭.৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ভোটপ্রচারের খরচ দেখা হচ্ছে।" গত আড়াই মাসে রাজ্যে লক্ষাধিক জামিন অযোগ্য পরোয়ানার সংখ্যা ২৯ হাজারে নামিয়ে আনা জন্যও কমিশনের সিইও সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে এ দিনই রাজ্যে নির্বাচনী বিধি কার্যকর করা এবং বজায় রাখার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্ক্রিনিং কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছে। ২২ মার্চের মধ্যে রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে কমিটি গড়া হবে। নির্বাচনী বিধি নিয়ে কাল, সোমবার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কমিশনও বৈঠকে বসবে। একই সঙ্গে সিইও জানিয়েছেন, রাজ্যে তিন বছর ধরে কোনও এক পদে থাকা আধিকারিকদের নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী সরানো হতে পারে। নির্দিষ্ট অভিযোগ অনুযায়ী এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এ বারের লোকসভা নির্বাচনে এতগুলি দফায় ভোটগ্রহণ হচ্ছে আর শুধু যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ এবং নীতীশ কুমারের বিহারে। তবে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে সাত দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল। সে দিক থেকে দেখতে গেলে এ বারের ঘোষণা নতুন কিছু নয়। যদিও, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় কিছু প্রশ্নও তৈরি হয়েছে।

দিল্লিতে শনিবারের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, তাঁদের চারটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে এ বারে। পেশিশক্তি, অর্থশক্তি, আচরণবিধি ভঙ্গের প্রবণতা এবং ভুয়ো তথ্যের প্রচার। রাজীব কুমার মন্তব্য করেন, কিছু রাজ্যে অর্থশক্তি কাজ করে, কিছু রাজ্যে পেশিশক্তি।পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কমিশনের ব্যাখ্যা, ভোট-পর্ব ভাগের সময়ে রাজনৈতিক হিংসার বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে। যে তিন রাজ্যে সাত দফায় ভোট হচ্ছে, সেখানে রাজনৈতিক হিংসার অতীত অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এমন অভিযোগ যথেষ্ট। তাই ঝুঁকি না নিয়ে সাত দফায় ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজীব কুমার স্পষ্ট জানান, "নির্বাচন চলাকালীন রাজনৈতিক সংঘর্ষকে কোনও ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।"

তবে এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীরা অন্য প্রশ্নও তুলেছেন। তাঁদের এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোট-হিংসাই যদি দফা-ভাগের মূল উদ্দেশ্য হয়, তা হলে উত্তরবঙ্গের আট আসনে কেন তিন দফায় ভোট হচ্ছে? আর উল্টো দিকে, সন্দেশখালি, ভাঙড় ও ক্যানিংয়ের ভোট কী ভাবে এক দিনে হচ্ছে? সাম্প্রতিক অতীতের কথা তুলে তাঁরা জানিয়েছেন, ২০১৯ সাল থেকে গত পাঁচ বছরে কোচবিহারের একটি নির্দিষ্ট এলাকা বাদ দিলে বাকি গোটা উত্তরবঙ্গে সে ভাবে হিংসার অভিযোগ খুবই কম। অথচ সম্প্রতি সন্দেশখালি তোলপাড় হচ্ছে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগে। তেমনই এক বছর আগের পঞ্চায়েত ভোটে রক্তাক্ত হয়েছিল ভাঙড়, ক্যানিংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। অথচ সন্দেশখালি (বসিরহাট কেন্দ্র), ভাঙড় (যাদবপুর কেন্দ্র), ক্যানিং (জয়নগর কেন্দ্র) তো বটেই, এমনকি 'নজরকাড়া' আসন ডায়মন্ড হারবারেও ওই একই দিনে (১ জুন) ভোট। একই ভাবে কাঁথি, তমলুকের মতো ওজনদার কেন্দ্রেও এক দিনে (২৫ মে) ভোটগ্রহণ করা হবে অন্য আরও সাতটি কেন্দ্রের সঙ্গে। দুই আসনেই একাধিক এলাকা আছে, যেগুলি পঞ্চায়েত ভোটের সময় উত্তপ্ত হয়েছিল।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন কিন্তু মনে করছে, ভোটের সাতটি দফার জন্য আসনের বিন্যাস, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট সম্পন্ন করায় বাধা হবে না। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) আরিজ় আফতাব বলেন, "কমিশন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের ঝুঁকির মাত্রা জরিপ বা 'ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং' করছে। নানা মাপকাঠিতে ক্রিটিক্যাল বা জটিল পরিস্থিতির ভোটকেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়। যেমন, কোথায় অতীতে ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে বা কোথায় মাত্র ১০ শতাংশ ভোট পড়েছে, কোন ভোটকেন্দ্রের ৭৫ শতাংশ ভোটই এক জন প্রার্থীর ঝুলিতে গিয়েছে, বা কোথায় পুনর্নির্বাচন করাতে হয়েছে- সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"সেই হিসেব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাহিনীরও ভাগাভাগি হবে, জানালেন আফতাব। তিনি বলেন, "সব কিছু দেখেই ঠিক হচ্ছে, কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। যা বোঝা যাচ্ছে, প্রতি কেন্দ্রেই কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে।"

গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সব থেকে বেশি, ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ১৫০ কোম্পানি অতি শক্তিশালী বাহিনী চলে এসেছে। টহলও শুরু হয়েছে। লোকসভা ভোটের প্রথম পর্যায়েই ২৫০ কোম্পানি বাহিনী থাকার কথা। এ বার প্রধানত সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হবে। তাতে সতর্কতা আরও আঁটোসাঁটো হবে বলে কমিশন মনে করছে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ সব নিয়ে গবেষণা করার মতন জ্ঞান বা ধৈর্য আর ছিল না । তাই আমার কলমে সরস্বতী দেবীর বর্ণনা টা তুলে ধরছি।

সরস্বতী দেবীর একের হাতে পুস্তক। বিদ্যার্থীর লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন। আর সে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডার 'বেদ' তার হাতে রয়েছে। 'বেদই বিদ্যা'। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করছেন- 'জীবনকে শুভ্র ও পবিত্র রাখ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জীবনে চলার পথে খুঁজে পেয়েছিলাম তাকে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

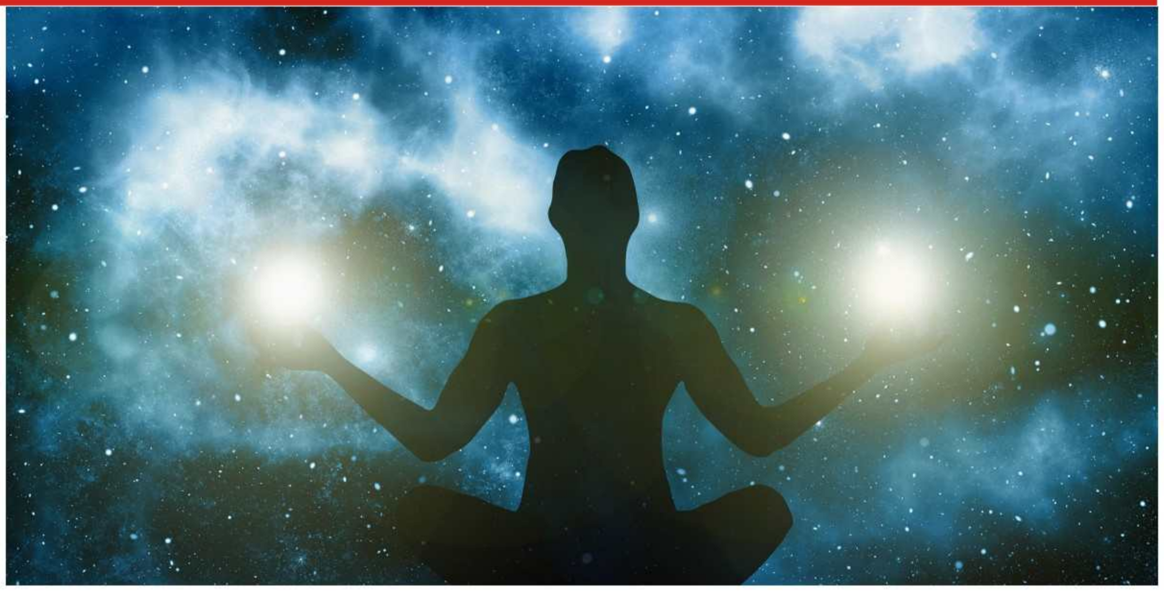

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হবে মানব জীবন অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ানক। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সাথে সাথে কাদা পেলে ঠাকুর তৈরি নিয়ে এসেছিল আমার দু ভায়ের। কালীপুজোর আগে থেকে মাটি তুলে নিজে হাতে ঠাকুর তৈরি করে সেই ঠাকুরকে পূজা দিতাম। সব সময় ভাবতাম আমি জীবনে বড় হয়ে একদিন পুলিশ অফিসার হবো। তিনি চায়না তাই সে ভাবনা থেকে বহু যোজন দূরেই আমাকে চলে যেতে হল। পড়াশুনা যাহাতে না করতে পারি আমার উপরে, আমার পরিবারের উপরে অকথ্য অত্যাচার নেমে এসেছিল রাজনৈতিক তরফ থেকে। তবে সবকিছু অত্যাচার সহ্য করে নিজের উদ্দেশ্য ছিল একটা কিছু করার। বৌভাত ঘরছাড়া হয়ে ক্যানিং দিদির বাড়ি থাকতে শুরু করলাম সেই সময় ক্যানিংয়ের চলচ্চিত্র জগতের ফাইটার গ্রুপের শংকর বিশ্বাস নামে এক ফাইটারের সঙ্গে আমার আলাপ হল। আমি তার হাত ধরে কলকাতা টালিগঞ্জ পালায় যাতায়া শুরু করেছিলাম, যেতে যেতে ওখানে বিভিন্ন সিনেমাতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে যায়। তারপরে কলকাতা থেকে যাও, কিভাবে যে জীবনের একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গা চলে আসা ,একটা অসম্ভব জিনিসটা সম্ভব হয়ে গেল ,তা আমি আগে উপলব্ধি করতে পারিনি, আর এই মিরাক্কেল ঘটনাটা ঘটিয়েছিলেন ভগবান নিজেই। যখন টালিগঞ্জ পাড়াতে নাম কিনছি , কিভাবে যে এই পাড়াতে আমার শত্রু তৈরি হলো তা আমি আগেই বুঝতে পারিনি, হঠাৎ একদিন রাতে শত্রুরা মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে মেরে জাপান কাউন্সিলের অফিসের পিছনে পচা খালে ফেলে দেয়া হয়েছিল। সেদিনই তো আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম কিভাবে যে বেঁচে গেলাম তা স্বপ্নে আজও ভাবতে পারিনা, হঠাৎ মাঝরাতে আমার জ্ঞান ফেরে তখন দেখি আমি পচা খালের জলের মধ্যে পড়ে রয়েছে। স্বয়ং মা কালী আমাকে সেই সময় পুনরায় জীবন দিয়েছিল, আমি খাল থেকে উঠে যে ফ্লাটেছিলাম সেখানে পৌঁছাতেই আবার সেই ফ্ল্যাটে দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে ভোরের বেলায়। হরিদেবপুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে আমাকে নিয়ে যায় ,আর বলে তোকে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তিন দিন পুলিশ লকাবে রেখে থানা থেকে আমাকে যাদবপুর পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হয়। একটা প্যান একটা জামা পরে বাড়ি ফিরেছিলাম। সিনেমা জগতে আবার ফিরে জন্য এক বছর মিডিয়ার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। শত যন্ত্রণা কষ্ট সহ্য করতে করতে দুমড়ে মুছে একাকার হয়ে গেছিলাম ২০০৪ সালে সেই সময়ে, তারপরে সাংবাদিক হওয়ার প্রস্তুতি শুরু আর সংবাদ মাধ্যমের সুযোগ স্বয়ং মা আমাকে করিয়ে দিয়েছিল। আমি কোনদিন স্বপ্ন ভাবতে পারিনি আমি সাংবাদিক বা সম্পাদক হব। আজ কাগজের সম্পাদনার যতটুকু কাজ করি তিনি আমাকে করায় তাই করি। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে আমার উপরে অত্যাচার অকথ্য অবিচার হতে লাগলো, বহুবার আমাকে মেরে দেওয়ারও পরিকল্পনা হয়েছে। এমনও কি পরিকল্পিতভাবে দয়ের সাথে অ্যাচিট দিয়েও মেরে দিতে চেয়েছিল রাজনৈতিক নেতারা। সে দই খেয়ে মৃত্যু শয্যায় গিয়েও আবার মিরাক্কেল ভাবে তাকে দেখতে পেয়েছিলাম হসপিটালের বেডে শুয়ে। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছেন ব্যাটা তোর কিছু হবে না ,তোর জন্য আমি আছি আজও এ কথাটি বললে মনের ভিতরে কেমন যেন একটা শিহরণ জেগে উঠে। জীবনে চলার পথে তার সঙ্গে সেই মুহূর্তের দেখা হয়েছিল আমার। তারপরে অন্যান্য ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ একদিন পশ্চিমবঙ্গ কর্মরত পুলিশ আধিকারিক আইপিএস অজয় রানাডে নজরে আমি পড়ে যাই, সেই থেকে অজয় স্যার আজও আমাকে ভগবানের মতো সাহায্য করে চলেছে। তিনি যে মানুষরূপী ভগবান, রাজনৈতিকভাবে কুড়িটা বছর যেভাবে আমাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, একমাত্র ঈশ্বর ওনাকে দিয়ে সেই শক্তির পরাজয় করাচ্ছে। জীবনে চলার পথে, মা স্বয়ং ঈশ্বরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।তিনি মানুষ রূপে ঈশ্বর আইপিএস অজয় রানাডে। জীবনে চলার পথে খুঁজে পেয়েছিলাম তাকে তিনি হচ্ছেন আজও আমার পরিবারের ঈশ্বর। ঈশ্বর তো এভাবে মানুষের রূপে সাহায্য করে সবাইকে।প্রতিটি আত্মার মধ্যে ঈশ্বর জে বিরাজমান, একথা আমি প্রতিটা মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি আমার জীবনে চলার পথে।তাই বলবো ঈশ্বর শক্তির সেই বানীতে' মানুষ হচ্ছে আমার অনুরূপ' । এখানেও শারীরিক অবয়বের কথা বলা হয়নি । এখানেও ইঙ্গিত করা হয়েছে আত্মার দিকেই । অর্থাৎ আত্মাকে ঈশ্বর শক্তি তার নিজের মত ক্ষমতা দিয়েই তৈরি করেছে। কারণ শারীরিক যে সক্ষমতা মানুষের আছে তা দিয়ে প্রকৃতির প্রাণীদেরকেই হারানো মুশকিল সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর শক্তি অস্বীকার করা কাল্পনিক। অবশ্যই মানুষ তার শারীরিক অবয়বের শক্তির জন্য ঈশ্বর শক্তিকে অস্বীকার করেনি । আবার ঈশ্বর শক্তি এত দুর্বল বা সীমাবদ্ধতার মধ্যে হতে পারেনা কারণ ঈশ্বর শক্তি মহাশক্তি। যে মহাশক্তি আত্মা সৃষ্টি করে যা একটি স্বাধীন সত্তা। কিন্তু প্রয়োজনে আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে শাস্তি দিতে পারে । সুতরাং শারীরিক অবয়বে মহাশক্তি হওয়া বা মহাশক্তি অস্বীকার করা অসম্ভব। সে কারণে যারা আমার উপরে অকথ্য অত্যাচার অন্যায় করেছিল, তারা অনেকে এই পৃথিবীতে আর নেই।তাদের অনেকের অকাল মৃত্যু হয়েছে, ঈশ্বর পারলে অনেক কিছু করতে পারে। আজও যারা আমার উপর অন্যায় করে ঈশ্বর তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিচার করে, অনেক সময় আমার উপরে এমনই ঘটনা ঘটেছে যে কথা আইপিএস অজয় বাবু কে জানিও কোন কাজ হয়নি। কোন ন্যায় বিচার পাইনি, মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেই ,ঈশ্বরের বিচার হয়েছে , পরে হলেও। এমনই অনেক ঘটনা যা উল্লেখ করার সবটা উল্লেখ করতে চাইছে না এই লেখার মধ্যে। তবে তার বিচার তার উপলব্ধি আমার পরিবারে বহু ক্ষেত্রে বহু উদাহরণস্বরূপ হয়ে গেছে। আমার ঠাকুরদা নন্ত সরদার যখন পাগলা হয়ে গেছিল, হাজারো ডাক্তার দেখে পাগল ভালো হচ্ছিল না। স্বয়ং শিব স্বপ্ন মধ্যে বলে দিয়েছিল একটি মাদুলি অমুক জায়গায় পাবি। সেই স্থানে মাদুলিটি সেই সময় গিয়ে ঠাকুরদা পেয়েও ছিলেন ,আর সেই থেকে পাগলামি রোগটা ভালো হয়েও গিয়েছিল। এটা অনেকেই ভাবে গল্পকথা কিন্তু এটাই বাস্তব মিরাক্কেল স্বয়ং ঈশ্বর আমার পরিবারে এই আশীর্বাদ টা দিয়েছিল । আজো আমি না চাইতে বিভিন্ন ধর্ম স্থানে সাধু-সন্তদের হাত ধরে পৌঁছে গেছি, হঠাৎ একদিন আমি অসুস্থ শ্রীরামপুর স্টেশনে হয়তো সেদিন এই মারা যেতাম। এদিকে পরমানন্দ গিরি নামক এক সাধু মায়ের পূজা করতে করতে মায়ের মুখের মধ্যে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

সিএএ, ক্ষুব্ধ ভারতের শিল্পাঙ্গনের বিশিষ্টজনরা

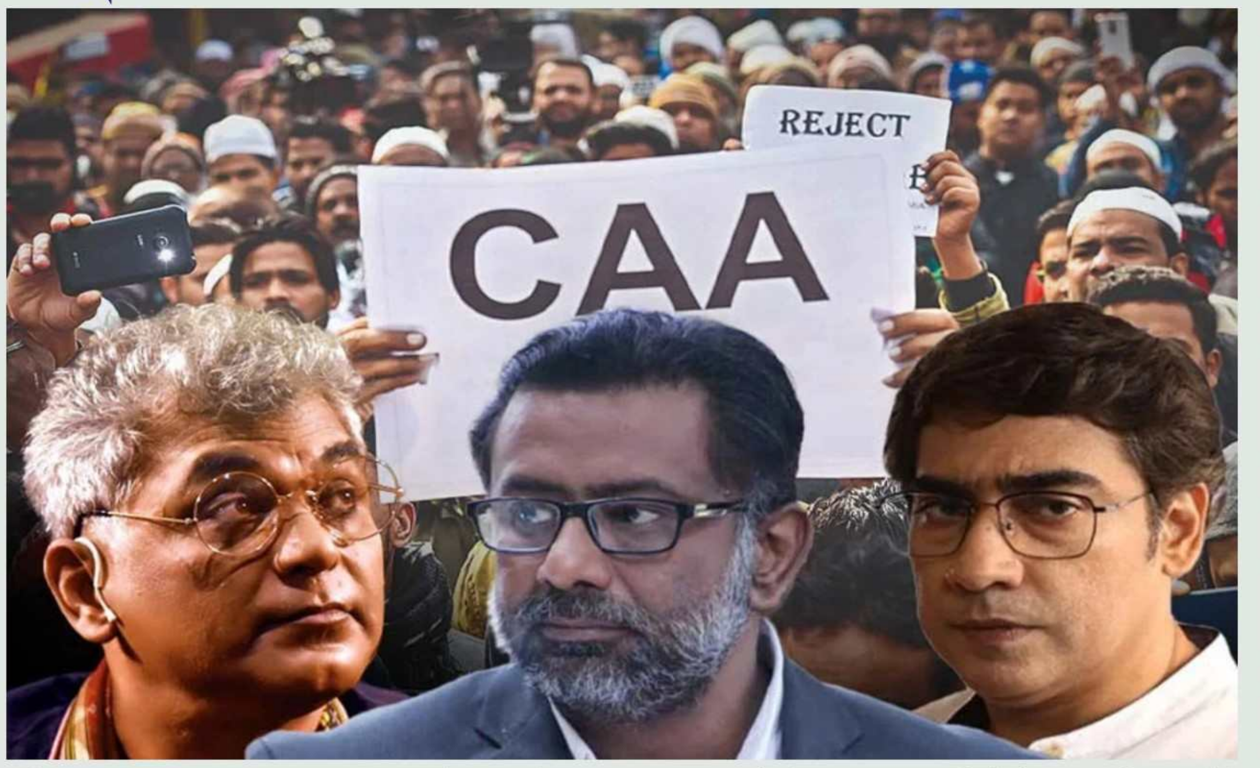

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সোমবার বিকালে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর করেছে। লোকসভা ভোটের আগে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ক্ষোভে ফুঁসছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনও।

নাট্য নির্দেশক ও পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়ের বললেন, 'একটি চরিত্র প্রশ্ন তোলে যে, হঠাৎ পাসপোর্টের খোঁজ কেন করা হচ্ছে। অন্য এক জন বলে যে, জবাই করার সময়ে মানুষকে যাতে জলদি খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।'

সুমন মনে করেন, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পৃথিবী এগিয়ে চললেও ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে খুব বেশি বদল ঘটেনি। তাই ক্ষমতাবানরা নিজের প্রয়োজনে দুর্বলকে ব্যবহার করতেই চাইবে বলে মনে করছেন সুমন। তার কথায়, 'নির্বাচনের আগে এখন রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন তুরুপের তাস খেলতে চায়। সকলেই আটঘাট বেঁধে ময়দানে নামে। কিন্তু সেই তাস সিএএ-এ হলে, সেটা মারণাস্ত্র!'

পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সেই প্রক্রিয়া যদি ধর্মের ভিত্তিতে করা হয়, সেখানে আপত্তি উঠতে বাধ্য। এটা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক একটা পদক্ষেপ।' সিএএ-র মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনের আগে মেরুকরণকে স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে করেন কমলেশ্বর। তার যুক্তি, 'সিএএ ঘোষণা করে দেশের সীমান্তবর্তী ভোটকেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছে কী বার্তা পাঠাতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেটাও স্পষ্ট হয়ে গেল।'

সিএএ-কে নির্বাচনি কৌশল হিসেবেই দেখছেন কমলেশ্বর। তার কথায়, 'অতীতেও আমরা এ রকম কৌশল দেখেছি। তার ফলে মেরুকরণ হয়তো বাস্তবায়িত হয়েছে, ভোটে লাভ হয়েছে। কিন্তু সার্বিক ভাবে দেশের মানুষের কোনও উন্নতি হয়নি।' কমলেশ্বর মনে করেন, নির্বাচনের আগে নিজেদের দুর্বলতা থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফেরাতেই সরকার সিএএ নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তিনি বললেন, 'অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব দেশে একটা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচনি বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। সব মিলিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল চাপে পড়েছে বলেই এখন সিএএ-কে হাতিয়ার করা হয়েছে।'

সিএএ প্রণয়ন করার নেপথ্যে একাধিক কারণকে 'অনুঘটক' হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা কৌশিক সেন। তিনি বললেন, 'নির্বাচনি বন্ড নিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশ্যে এসেছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনার অরুণ গয়াল পদত্যাগ করেছেন। ফলে শাসকদলের উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।' তাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় থেকে জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতেই এখন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে হাতিয়ার করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে করছেন কৌশিক। কিন্তু সেখানেও সমস্যা রয়েছে বলে উল্লেখ করলেন তিনি। তার কথায়, 'পড়ে দেখলে বোঝা যাবে, অনেক কমিটি এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে মানুষকে কেন যেতে হবে? তারা তো এই দেশেই থাকছেন! আবার বিগত কয়েক বছরে সিএএ-র বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করা হয়েছে। বিচারাধীন পরিস্থিতিতে কী ভাবে এই আইন ঘোষণা করা হল, জানি না।'

সিএএ নিয়ে অতীতে প্রতিবাদের সাক্ষী থেকেছে গোটা ভারত। এ রাজ্যেও সেই প্রতিবাদের আঁচ লেগেছিল। কিন্তু নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশ কেন চুপ, তা ভেবে হতাশ কৌশিক। তার স্পষ্ট বক্তব্য, 'প্রত্যেক বার শুধু আমরা গুটি কয়েক মানুষ কেন প্রতিবাদ করব? বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ তো বামফ্রন্টের সময়েও চুপ করে ছিলেন, এখনও তাই।' কৌশিকের মতে, বুদ্ধিজীবীদের নির্দেশিত পথে জনগণ হাঁটবে, সেই দিন এখন বদলেছে। বরং অস্তিত্বের সঙ্কটে চিন্তিত মানুষ ঘুরে দাঁড়ালে সেই প্রতিবাদকে অনুসরণ করবে তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী' সম্প্রদায়। তিনি বললেন, 'আমরা চুপ করে থাকলে প্রশ্ন ওঠে, কেন চুপ করে রয়েছি। আর যাঁরা দীর্ঘ দিন চুপ করে রয়েছেন, তাঁদের নিয়ে কিন্তু মানুষ প্রশ্ন করেন না!'

চকোলেটের মোড়ক খুলতেই বেরিয়ে এলো পোকা, ক্ষুব্ধ সোহম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চকোলেটের বারের গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোকা! প্যাকেট খুলতেই চমকে গেলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী।

বুধবার সকালে এক্সে (সাবেক টুইটার) একটি পোস্ট করে নিজের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন সোহম। অভিনেতা লেখেন, 'চকোলেটে পোকা দেখতে পাব, এমনটা কখনওই আশা করিনি। এমন ঘটনায় আমিই খুবই হতাশ ও বিরক্ত হয়েছি। আপনি যদি প্রিয়জন কিংবা বাড়ির বাচ্চাদের চকোলেট দেওয়ার পরিকল্পনা করেন, তা হলে কিন্তু সাবধান! আমরা চকোলেটে কৃমি দেখতে পেয়েছি৷'

সোহম পোস্টে ক্যাডবেরির ছবিও ভাগ করেছেন। ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বারের গায়ে লেগে রয়েছে কৃমির মতো ছোট পোকা। তবে এই প্রথম নয়, কয়েক দিনে আগেই এ রকম আরও একটি খবর নজর কেড়েছিল সমাজমাধ্যমে। ৯ ফেব্রুয়ারি ছিল চকোলেট ডে। ওই দিন হায়দরাবাদের অমিরপেত মেট্রো স্টেশন এলাকার একটি দোকান থেকে প্রেমিকার জন্য একটি 'রোস্টেড আমন্ড' চকোলেট কিনেছিলেন এক যুবক। চকোলেট হাতে পাওয়া মাত্রই উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই প্যাকেট খুলতে গিয়েই শিউরে ওঠেন প্রেমিকা। ভিডিওতে দেখা যায়, চকোলেটের গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোকা। মুহূর্তের মধ্যে প্রেমের আনন্দ বদলে যায় ঘিনঘিনে অভিজ্ঞতায়। যদিও পোস্টে সেই যুবক কোনও সংস্থার নাম সরাসরি উল্লেখ করেননি।

ঈদের জন্য সালমান খানের নতুন সিনেমা ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ঈদের সিনেমা নিয়ে হাজির হচ্ছেন সালমান খান। যদিও আসছে ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না সালমানের নতুন কোন সিনেমা। তবে আগামী বছরের (২০২৫ সাল) ঈদের জন্য নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন সালমান নিজেই।

১২ মার্চ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল পোস্টে সালমান তার আসন্ন সিনেমার ঘোষণা দেন। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে, সালমান তার নিজের ছবির সাথে এ আর মুরুগাদোস এবং সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার ছবি কোলাজ করে ছবি শেয়ার করেছেন। এবং তার পরবর্তী সিনেমার বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, 'অসাধারণ প্রতিভাবান পরিচালক এ আর মুরুগাদোস এবং আমার বন্ধু সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার সাথে একটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ সিনেমা নির্মাণের কাজে যোগ দিতে পেরে আনন্দিত! এটা আমার জন্য স্পেশাল এবং আমি আপনাদের ভালবাসা এবং আশীর্বাদে এই যাত্রা শুরুর অপেক্ষা করছি। ঈদ ২০২৫ মুক্তি পেতে চলেছে।'

আসন্ন প্রজেক্টের নাম কিংবা কাস্টিং সম্পর্কে এখনো কোন ঘোষণা আসেনি ।তবে ফিল্মটির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র পিঙ্কভিলাকে প্রকাশ করেছে, শিরোনামহীন আসন্ন এই অ্যাকশন থ্রিলার ছবিটির শুটিং ভারত ছাড়াও পর্তুগাল এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে হবে।

এছাড়াও ছবিটির নির্মাণে প্রায় ৪০০ কোটি রুপি ব্যয় হবে বলে জানা গেছে। যা সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার সবচেয়ে ক্যারিয়ারে অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমা হবে।

চলতি বছরের শুরু থেকেই সিনেমা নিয়ে আলোচনা করছেন নির্মাতারা। ধারণা করা হচ্ছে, খুব শিগগিরিই এর শুটিং শুরু করবেন তারা।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর, ক্ষেপেছেন কমল-বিজয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কার্যকর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)। তা নিয়েই তুমুল শোরগোল। পক্ষ-বিপক্ষের তরজা অব্যাহত। এর তীব্র বিরোধিতা করলেন দক্ষিণী তারকা কমল হাসান ও থালাপতি বিজয়।

এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কমল হাসান বলেন, 'লোকসভা ভোটে জেতার জন্য মরিয়া হয়ে বিজেপি সরকার এত তাড়াহুড়ো করে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে এসেছে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার সময়টাই তো প্রশ্ন তুলে দেয়, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট এখনও এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণ করছে।'

এদিকে সদ্য রাজনীতিতে পা রাখা থালাপতি বিজয়ের বক্তব্য, 'নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯-এর মতো আইন এমন পরিবেশে গ্রহণযোগ্য নয় যেখানে দেশের নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি রয়েছে। তামিলনাড়ু সরকারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এ রাজ্যে এই আইন প্রয়োগ করা হবে না।'

যদিও বলিউডের 'কন্ট্রোভার্সি ক্যুইন' কঙ্গনা রানাউত সিএএ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির ছবি পোস্ট করে কঙ্গনা লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি যা বলেন, তা করেনও।" সিএএ নিয়ে আবেগে তাড়িত হওয়ার আগে বিষয়টি নিয়ে জেনে নেওয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন অভিনেত্রী।

'পাঠান টু' আসছে, নির্মাণ ব্যয় ৪৩০ কোটি ৬১ লাখ !

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত বছর 'পাঠান টু' দিয়ে বক্স অফিসে ঝড় তোলেন শাহরুখ খান। বহুদিনের খরা কেটে বছরের প্রথম ছবিই হয় সুপারহিট। দীর্ঘবিরতির পর যেন পাঠানের মতোই আগমন ঘটে তাঁর। বিশ্বজুড়ে 'পাঠান'-এর আয় ছিল এক হাজার কোটি রুপির বেশি। ছবিতে গুপ্তচরের ভূমিকায় অভিনয় করেন শাহরুখ।

ছবির শেষটা দেখে অনেকেই ধারণা করেছিলেন 'পাঠান টু' আসছে। এবার সেই গুঞ্জনেরই অবসান ঘটালেন যশরাজ ফিল্মসের আদিত্য চোপড়া। সত্যি সত্যিই 'পাঠান টু' নিয়ে আবারও বড় পর্দায় হাজির হচ্ছেন 'কিং খান'। এটি হতে চলেছে আদিত্য চোপড়ার স্পাই ইউনিভার্সের অষ্টম ছবি।

পরবর্তী সিক্যুয়েলের জন্য বাজেটে ৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও খবর প্রকাশ করেছে সিয়াসাত ডটকম। প্রকাশিত ওই প্রতিবেদন অনুসারে, 'পাঠান' সিনেমা নির্মাণে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান যশরাজ ফিল্মস ব্যয় করেছিল ২৫০ কোটি টাকা। কিন্তু 'পাঠান টু' নির্মাণের জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ৩২৫ কোটি টাকা।

পিংকভিলারে তথ্য অনুসারে, প্রযোজক আদিত্য চোপড়া স্পাই ইউনিভার্সের অষ্টম সিনেমা হতে যাচ্ছে 'পাঠান টু'। গত বছরের শেষের দিকে আদিত্য চোপড়া ও তার টিম 'পাঠান টু' সিনেমার চিত্রনাট্যের কাজ শুরু করে। চলতি বছরের ডিসেম্বরে সিনেমাটির শুটিং শুরুর পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতারা। যদিও দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রথম পার্টের সব অভিনয়শিল্পী থাকবেন কিনা তা জানা যায়নি।

'পাঠান' সিনেমায় শাহরুখের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেন দীপিকা পাড়ুকোন। এছাড়াও ছিলেন জন আব্রাহাম, ডিম্পল কাপাডিয়া, আশুতোষ রানা, গৌতম, একতা কৌর। ভারতের সাড়ে ৫ হাজার পর্দা ও বিদেশের আড়াই হাজার পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল 'পাঠান'। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এ সিনেমা প্রযোজনা করেন আদিত্য চোপড়া। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটি আয় করে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি।

মেসি-সুয়ারেজ ম্যাজিকে শেষ আটে মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের দুই তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের দুর্দান্ত নৈপুণ্যে ন্যাশভিলকে উড়িয়ে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামিও। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সময় আজ বৃহস্পতিবার সকালে ৩-১ গোলে জিতেছে মায়ামি। প্রথম লেগে দুই দলের লড়াইটি ২-২ ড্র হয়েছিল। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ অগ্রগামিতায় মহাদেশীয় ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ আসরের শেষ আট নিশ্চিত করে ফ্লোরিডার মেসির নেতৃত্বাধীন দলটি।

ম্যাচের ৮ মিনিটে মায়ামির প্রথম গোলটি আসে সুয়ারেজের কাছ থেকে। ন্যাশভিলের ডিফেন্ডারদের বোকা বানিয়ে বক্সের মধ্যে সুয়ারেজকে দারুণ এক পাস দেন মেসি। এরপর সুয়ারেজ গোলের কাজটা সারেন। মেসি গোল করেন ম্যাচের ২৩ মিনিটে। ডি-বক্সের মধ্যে দিয়েগো গোমেজের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন মেসি। এ নিয়ে এই মৌসুমে টানা ৪ ম্যাচে গোল পেলেন মেসি। সব মিলিয়ে চলতি মৌসুমে মায়ামির হয়ে ৫ ম্যাচে মেসির গোল ৫টি, করিয়েছেন আরও ৪টি।

প্রথম লেগে ম্যাচের ৪৬ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ন্যাশভিল। এবার দেখা গেছে এর উল্টোটা। মাত্র ২৩ মিনিটেই মায়ামি ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। তবে সেদিন মেসি-সুয়ারেজের রসায়নে পিছিয়ে থেকেও ড্র করেছিল মায়ামি। তবে এদিন ন্যাশভিলের ফুটবলাররা করে দেখাতে পারেননি।

মেসির দল বিরতিতে যায় ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে। বিরতি থেকে ফেরার ৫ মিনিট পরই মেসিকে তুলে নেন জেরার্দো মার্তিনো। মেসিকে তখন কেন তুলে নেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। মেসির বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন টেলর। ৬৩ মিনিটে দুর্দান্ত এক হেডে বল জালে জড়িয়ে মায়ামিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান তিনিই। ন্যাশভিলের স্যাম সারিডজ গোল করে ব্যবধান কমান ম্যাচের ৯৩ মিনিটে।

প্রথমবারের মতো কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে খেলছে মায়ামি। গত মৌসুমে মেসির কল্যাণেই এই টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি। মায়ামি লিগস কাপ জেতায় এ মৌসুমে সরাসরি কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলছে। ২৭ দলের এ টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নরা খেলবে ২০২৫ সালের ক্লাব বিশ্বকাপে। শেষ ষোলোয় মনটেরি ও সিনসিনাটির মধ্যকার ম্যাচে যে দল জিতবে, তাদের বিপক্ষে শেষ আটে খেলবে মেসির মায়ামি। ম্যাচটি হবে আগামী ২ এপ্রিল। এর আগে ১৬ মার্চ ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে মায়ামি।

চ্যাম্পিয়নস লিগ:
কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ গ্রুপ পর্ব ও শেষ ষোলোর রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের পর ২০২৩-২৪ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এখন কোয়ার্টার-ফাইনালের মঞ্চে। সবশেষ দুই দল হিসেবে বুধবার (১৩ মার্চ) রাতে শেষ আটে উঠেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।

শেষ ষোলোয় প্রথম লেগে ইন্টার মিলানের মাঠে ১-০ গোলে হেরে ছিটকে পড়ার শঙ্কায় ছিল আতলেতিকো। সেই ধাক্কা সামলে ফিরতি দেখায় দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা, ঘরের মাঠে অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে জেতে ২-১ গোলে। তবে দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ২-২ হওয়ায় লড়াই গড়ায় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠে আতলেতিকো।

ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দহোভেনকে ফিরতি লেগে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছে ডর্টমুন্ড। প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় দুই লেগ মিলিয়ে জার্মান ক্লাবটির জয় ৩-১ ব্যবধানে। গ্রুপ পর্বেও ডর্টমুন্ডের পারফরম্যান্স ছিল আশা জাগানিয়া। তিন জয় ও দুই ড্রয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। এর আগে কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে ম্যানচেস্টার সিটি, রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ, বার্সেলোনা, আর্সেনাল ও পিএসজি।

টুর্নামেন্টের রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ গ্রুপ পর্বে ছয় ম্যাচের সবগুলো জয়ের পর নকআউট পর্বেও শুরুতে জয়ের ধারা ধরে রাখে। শেষ শোলোর প্রথম লেগে তারা হারিয়ে দেয় লাইপজিগকে। তবে ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে জার্মান ক্লাবটির কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে কার্লো আনচেলত্তির দল। শেষ পর্যন্ত কোনোমতে ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করে, দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ অগ্রগামিতায় পরের ধাপে পা রাখে ইউরোপের সর্বোচ্চ ১৪ বারের চ্যাম্পিয়নরা।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি এবারও দুর্দান্ত ছন্দে এগিয়ে চলেছে। তারাও গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচ জিতে পা রাখে নকআউট পর্বে। শেষ ষোলোতেও একইভাবে নিজেদের মেলে ধরে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ডেনমার্কের ক্লাব কোপেনহেগেন শিরোপাধারীদের কোনোরকম চ্যালেঞ্জই জানাতে পারেনি। দুই লেগে ৩-১ ব্যবধানে জিতে, ৬-২ অগ্রগামিতায় কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠে ইংলিশ ক্লাবটি।

প্রতিযোগিতার ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখও অপরাজিত থেকে ও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোয় ওঠে; গ্রুপ পর্বে তারা ছয় মাচের পাঁচটিতে জেতে ও একটি ড্র করে। নকআউট পর্বের প্রথম ধাপে লাৎসিওর বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে বসে বায়ার্ন। তবে, ফিরতি দেখায় দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-০ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা।

ইউরোপের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার গ্রুপ পর্বের যাত্রা অতটা সুখকর ছিল না; ছয় ম্যাচের দুইটিতে হেরে যায় দলটি। তবে চার ম্যাচ জিতে গ্রুপ সেরা হয়েই নকআউট পর্বে ওঠে তারা। শেষ ষোলোর প্রথম লেগেও হোঁচট খায় কাতালান ক্লাবটি, তাদের ১-১ গোলে রুখে দেয় নাপোলি। কিন্তু দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নদের ৩-১ গোলে গুঁড়িয়ে, দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ অগ্রগামিতায় এগিয়ে যায় শাভির দল।

গ্রুপ পর্বে পিএসজির যাত্রা ছিল ভীষণ কঠিন। ছিটকে পড়ার শঙ্কায়ও পড়েছিল তারা। শেষ পর্যন্ত দুটি করে জয় ও ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে উঠে আসে দলটি। সেই তুলনায় শেষ ষোলোর বাধা ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা অনায়াসেই পার হয়। রেয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ঘরের মাঠ ২-০ গোলে জয়ের পর ফিরতি লেগে ২-১ ব্যবধানে জিতে পিএসজি পা রাখে কোয়ার্টার-ফাইনালে।

গ্রুপ পর্বে আর্সেনালের পারফরম্যান্স ছিল বেশ ভালো। চার জয় ও এক ড্রয়ে গ্রুপ সেরা হয় তারা। কিন্তু শেষ ষোলোয় তাদের পড়তে হয় কঠিন পরীক্ষার মুখে; পর্তুগিজ ক্লাব পোর্তোর মাঠে প্রথম লেগে ১-০ গোলে হেরে যায় তারা। ফিরতি লেগে অবশ্য একই ব্যবধানে জয় পায় আর্সেনাল। দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ১-১ হওয়ায় লড়াই গড়ায় টাইব্রেকারে, সেখানে গোলরক্ষক দাভিদ রায়ার অসাধারণ নৈপুণ্যে জিতে ১৪ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠে ইংলিশ ক্লাবটি।

অপেক্ষা এবার কোয়ার্টার-ফাইনালের লড়াইয়ের। আগামী শুক্রবার হবে কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনালের ড্র।

৭০০ উইকেটের মাইলফলক
স্পর্শ করছে না অ্যান্ডারসনকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনেক আগে থেকেই টেস্ট ক্রিকেটের সফলতম পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। প্রায় দেড়শ বছরের টেস্ট ইতিহাসে প্রথম পেসার হিসেবে সম্প্রতি তিনি ছুঁয়েছেন ৭০০ উইকেটের মাইলফলক। তবে ব্যক্তিগত এই অর্জন খুব একটা স্পর্শ করছে না ৪১ বছর বয়সী ইংলিশ তারকাকে। কারণ, দলের পরাজয় যে তিনি ঠেকাতে পারেননি!

ভারতের বিপক্ষে ধারামশালা টেস্টের তৃতীয় দিন গত শনিবার কুলদিপ ইয়াদাভকে ফিরিয়ে ৭০০ উইকেটের ঠিকানায় পৌঁছান অ্যান্ডারসন। ছেলের অর্জন গ্যালারিতে বসে দেখেন তার বাবা-মা। এই সংস্করণে তার আগে সাতশর ছোঁয়া পাওয়া দুজন বোলারই স্পিনার- শ্রীলঙ্কার মুত্তাইয়া মুরালিদারান (৮০০) ও অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়ার্ন (৭০৮)।

বিবিসির 'টেলএন্ডার' পডকাস্টে আলাপচারিতায় মঙ্গলবার অ্যান্ডারসন বললেন, মাইলফলক ছোঁয়া নিয়ে তার চেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত ছিলেন তার বাবা। তিনি আরও বলেন, "সুন্দর একটি মুহূর্ত ছিল এবং ছবির মতো সুন্দর একটি মাঠে এটি করতে পারা দারুণ ব্যাপার। আমার বাবাও এখানে ছিলেন, আমরা একসঙ্গে পান করেছিলাম, দারুণ ছিল। তিনি আমার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত ছিলেন। যদি আমরা ম্যাচটি বা সিরিজ জিততাম, তাহলে হয়তো আমি আরও রোমাঞ্চিত বোধ করতাম। দীর্ঘ একটা সিরিজ ছিল, বুঝতে পারছি না আমি কেমন অনুভব করেছি।"

ম্যাচটি ইনিংস ব্যবধানে হারে ইংল্যান্ড। টানা চার ম্যাচ হেরে পাঁচ টেস্টের সিরিজ তারা হারে ৪-১ ব্যবধানে।

২০১৫ সালে ইয়ান বোথামকে ছাড়িয়ে টেস্টে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হওয়ার পর থেকে একের এক অর্জনে নাম লিখিয়ে চলেছেন অ্যান্ডারসন। ২০১৮ সালে ওভাল টেস্টে ভারতের মোহাম্মদ শামিকে ফিরিয়ে গ্লেন ম্যাকগ্রার ৫৬৩ উইকেট টপকে টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার হয়ে যান তিনি। সাউথ্যাম্পটনে ২০২০ সালে পাকিস্তানের আজহার আলিকে আউট করে প্রথম পেসার হিসেবে প্রবেশ করেন ৬০০ উইকেটের ক্লাবে।

টেস্ট ক্রিকেটের ধরন যেভাবে পরিবর্তন হচেছ, তাতে আরেকজন পেসারের অ্যান্ডারসনের ৭০০ উইকেটের ঠিকানায় পৌঁছানো প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। তবে অ্যান্ডারসনের কাছে খেলাধুলার ইতিহাসে তার অবস্থান নিয়ে আলোচনা ঠিক ভালো লাগে না। তিনি বলেন, "আমি মাইলফলক ছোঁয়ার জন্য ক্রিকেট খেলি না। আমি ম্যাচ জিততে চাই।"

ইংল্যান্ডের পরের টেস্ট সিরিজ আগামী জুলাইয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। অ্যান্ডারসনের ৪২তম জন্মদিনের সপ্তাহ খানেক আগে শুরু হবে এই সিরিজ। ভারত সফরে চার টেস্টে ৩৩.৫০ গড়ে ১০ উইকেট নেওয়া এই বোলার ক্যারিবিয়ান সিরিজ নিয়ে উন্মুখ হয়ে আছেন।

অ্যান্ডারসন বলেন, "আমি গ্রীষ্মের জন্য সত্যিই রোমাঞ্চিত। ভালো খেলা এবং দলে জায়গা পাওয়ার বিষয়টি আমি নিশ্চিত করতে চাই। আমি খারাপ করছি না। অবশ্যই আমি সেরা ফর্মে আছি। আমার খেলা যে অবস্থায় আছে, আমি তাতে খুশি এবং আমি এখনও প্রতিটি দিন উপভোগের এবং নেটে আরও ভালো হওয়ার চেষ্টা করি। দলে আমার জায়গা নিশ্চিত নয়, তাই গ্রীষ্মে দলে জায়গা পাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"

বুমরাহকে সরিয়ে
টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে অশ্বিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্বদেশী জসপ্রিত বুমরাহকে সরিয়ে আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিং বোলিং তালিকায় আবারও শীর্ষে ফিরেছেন ভারতের স্পিনার রবীচন্দ্রন অশ্বিন। এ নিয়ে ষষ্ঠবার টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে বোলিং তালিকার শীর্ষে উঠলেন অশ্বিন।

গত ফেব্রুয়ারিতে অশ্বিনকে সরিয়ে ভারতের প্রথম পেসার হিসেবে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন বুমরাহ। এক মাস পর সেই বুমরাহকে সরিয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করলেন অশ্বিন।

ধর্মশালায় সদ্য শেষ হওয়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ৯ উইকেট নেন অশ্বিন। ক্যারিয়ারের শততম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫১ রানে ৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৭ রানে ৫ উইকেট নেন তিনি। এমন দুর্দান্ত পারফরমেন্সের সুবাদে ৮৭০ রেটিং নিয়ে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠেছেন অশ্বিন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবার বোলিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে উঠেছিলেন অশ্বিন।

শীর্ষস্থান হারিয়ে যৌথভাবে অস্ট্রেলিয়ার পেসার জশ হ্যাজেলউডের সাথে সমান ৮৪৭ রেটিং নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে আছেন বুমরাহ।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্টে ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছিলেন ভারতের স্পিনার কুলদীপ যাদব। ১৫ ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা ১৬তমস্থানে আছেন তিনি।

ওই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১০৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। র‍্যাংকিংয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে ষষ্ঠস্থানে উঠেছেন তিনি।

রোহিতের সাথে ওই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন শুভমান গিল। ১১০ রানের সুবাদে ১১ ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা ১৬তমস্থানে উঠেছেন গিল। দুই ধাপ এগিয়ে অষ্টমস্থানে উঠেছেন সিরিজে ২টি ডাবল-সেঞ্চুরিতে সর্বোচ্চ ৭১২ রান করা ভারতের ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। ক্যারিয়ারের নবম টেস্টে ৭৪০ রেটিং পেয়ে গেছেন তিনি। টেস্ট ইতিহাসে ৯ ম্যাচ খেলে জয়সওয়ালের চেয়ে বেশি রেটিং অর্জন করেছেন কিংবদন্তি স্যার ডন ব্র্যাডম্যান (৭৫২) ও মাইক হাসি (৭৪১)।

সদ্যই শ্রীলংকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ করেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ৫৩ রানের অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে দুই ধাপ এগিয়ে ৩৩তমস্থানে উঠেছেন টাইগার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। সিরিজের শেষ ১ উইকেট নিয়ে ১৯ ধাপ এগিয়ে ৩৯তমস্থানে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের পেসার শরিফুল ইসলাম।

আইপিএল থেকে নাম
সরিয়ে নিলেন হ্যারি ব্রুক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৭তম আসর থেকে নাম সরিয়ে নিলেন ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটসম্যান হ্যারি ব্রুক।

আইপিএলের মিনি নিলামে তাকে ৪ কোটি রুপিতে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলেও দেখা মিলছিল না ব্রুকের, এবার আইপিএল থেকেও তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

ক্রিকেটভিত্তিক ভারতীয় ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ব্যক্তিগত কারণে খেলা থেকে দূরে আছেন এই তারকা ব্যাটসম্যান। তবে আইপিএল থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ জানাতে পারেনি ক্রিকবাজ।

এর আগে ভারতের মাটিতে সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজের ইংলিশ দল থেকেও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ব্রুক। সে সময় তার ও পরিবারের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছিল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

জানুয়ারিতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইসিবি জানিয়েছিল, 'এই সময়ে ব্রুকের পরিবার তাদের প্রাইভেসি রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছে। একইভাবে গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষদের প্রতি ব্রুকের পরিবারের অনুরোধ মেনে সম্মান জানানোর অনুরোধ করছে ইসিবি।' ঠিক একই কারণ জানানো হয় আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসকেও।

ধারণা করা হচ্ছে- আচমকা তারকা ক্রিকেটারের নাম প্রত্যাহারে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে ধাক্কা খাবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। বিষয়টি তারা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইকে জানিয়েছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR